[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

দেশে গত ২৪ ঘন্টায় ৪জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসের মহামারীতে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১৩১ জনে।

আজ শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে এ তথ্য জানান।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। পরে ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

দেশে একদিনে নতুন আক্রান্ত ৫০৩ জন

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫০৩ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৬৮৯।

আজ শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৬৮৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাংলাদেশে নতুন করে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছিলেন ৪১৪ জন। মোট শনাক্ত হয়েছিলেন ৪,১৮৬ জন। এ ছাড়া গতকাল পর্যন্ত আরও ৭ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১২৭। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১৬ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১০৮ জন।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

দেশে গত ২৪ ঘন্টায় আরও ৩৯০ জনের করোনা আক্রান্ত

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৯০ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৩,৭৭২।

আজ বুধবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩,০৯৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন পাঁচজন। এ পর্যন্ত মোট ৯২ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার নতুন করে ৪৩৪ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং আরও ৯ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। গতকাল পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো ৩,৩৮২ জন এবং মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিলো ১১০ জন। এছাড়া সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন আরো দুইজন। গতকাল পর্যন্ত সুস্থ হয়েছিলেন ৮৭ জন।

বাংলাদেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে

পরিবারের সকলকে নিয়ে কোয়ারেন্টিনে ইমরুল কায়েস

মেহেপুরে গ্রামের বাড়িতে সপরিবারে হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস। আজ সোমবার দুপুরে বাবার দাফন শেষে স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশনায় তিনি কোয়ারেন্টিনে শুরু করেন।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দীন জানান, ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস সরকারের নির্দেশনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যেহেতু তিনি ঢাকা থেকে এসেছেন, তাই পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিজ বাড়িতে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে করতে বলা হয়েছে। তিনি এখন নিজ বাড়িতে কোয়ারেন্টিাইনে আছেন।

আজ সকালে ঢাকা থেকে তার মরদেহ মেহেরপুর সদর উপজেলার উজ্জলপুর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। সকাল সাড়ে ১০টার সময় তার নিজ বাড়ির সামনে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই জনাসমাগম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। ফলে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যরাই জানাযায় অংশ নেন।

জানাযা শুরুর আগে ইমরুল কায়েস তার বাবার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। এছাড়াও দেশের দূর্যোগপূর্ণ এ মুহূর্তে সবাইকে নিয়ে জানাযা করতে না পারায় সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

গত ২৩ মার্চ গ্রামের বাড়ি থেকে মেহেরপুর শহরের যাওয়ার পথে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান নছিমনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন ইমরুল কায়েসের পিতা বানি আমিন বিশ্বাস (৬০)। প্রায় একমাস (২৮দিন) মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে রোববার রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে শেষ

নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। রাতেই সপরিবারে পিতার মরদেহ নিয়ে গ্রামের বাড়িতে আসেন ইমরুল কায়েস।

এবার বঙ্গবন্ধুর বুকে গুলিবর্ষণকারী খুনি মোসলেহ উদ্দিনও আটক?

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বুকে গুলিবর্ষণকারী পলাতক খুনি রিসালদার (অব.) মোসলেহ উদ্দিন খান ভারতে অবস্থান করছেন বলে গোয়েন্দাদের হাতে তথ্য এসেছে। বিশ্বস্ত একটি সূত্র জানিয়েছে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কয়েক বছর পর থেকে মোসলেম উদ্দিন ভারতে অবস্থান করছেন। এখান থেকেই তিনি কয়েকটি দেশেও যাতায়াত করতেন। এমনকি কয়েক বছর আগে তিনি বাংলাদেশেও এসেছিলেন।

সূত্র বলছে, পশ্চিমবঙ্গের গোবরডাঙ্গার ঠাকুরনগর এলাকায় তার স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে তিনি আয়ুর্বেদ ও হোমিও চিকিৎসক হিসেবে ডাক্তার দত্ত নামেপরিচিত ছিলেন। কয়েকদিন আগে ফাঁসি কার্যকর হওয়া বঙ্গবন্ধুর অপর খুনি আবদুল মাজেদের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ হতো বলেও জানা গেছে। খবর আনন্দবাজার।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের মিশনে অংশ নেয় তার মধ্যে মোসলেহ উদ্দিন অন্যতম। গুলির শব্দ শুনে বঙ্গবন্ধু যখন বিষয়টি জানার জন্য নিচে নামছিলেন সেই সময় সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধুকে নিজহাতে গুলি করে হত্যা করে এই মোসলেহ উদ্দিন। ঠাণ্ডা মাথার এ খুনি জেলহত্যা মামলারও আসামি। এরপর অন্য খুনিদের সাথে তিনিও বঙ্গভবনে দায়িত্বপালন করেন। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর তাকে তেহরান ও জেদ্দা দূতাবাসে দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। তখন দেশে তিনি দুই-একবার আসেন বলেও জানা গেছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর অন্য খুনিদের সাথে তিনিও দেশ ছেড়ে থাইল্যান্ড হয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যান। এরপর জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। কয়েক বছর পর যান ভারতে। সেখানে উত্তর চব্বিশ পরগনার ঠাকুরনগর এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু

করেন।

সূত্রটি জানিয়েছে, সর্বশেষ ২০১৮ সালে সে বাংলাদেশে এসে পরিবারের সাথে কয়েকদিন ছিল।

বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনী ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আব্দুল মাজেদ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হবার পর গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে মোসলেহ উদ্দিন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানায়। এসময় গোয়েন্দারা মোসলেহ উদ্দিন স্ত্রী ও সন্তানদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয় গোয়েন্দারা।

এদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, ২০১৬ সালে মোসলেহ উদ্দিন জার্মানিতে থাকার তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। এরপর আবদুল মাজেদ এবং মোসলেহ উদ্দিনের ভারতে থাকার মোটামুটি নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। তখন এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে চিঠিও দেওয়া হয়।

রিসালদার মোসলেহ উদ্দিনের ছেলে সাজিদুল ইসলাম খান বর্তমানে নরসিংদীতে বসবাস করেন। তিনি বলেন, বহু বছর ধরে পরিবারের সঙ্গে তার বাবার কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই।

জানা যায়, মোসলেহ উদ্দিনের পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ের জাতীয় পরিচয়পত্রে সবকিছু ঠিক থাকলেও শুধু পিতার নাম বদল করা হয়েছে। মোসলেহ উদ্দিনের নামের জায়গায় লেখা হয়েছে রফিকুল ইসলাম খান।

মোসলেহ উদ্দিন ’৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর নরসিংদী জেলার শিবপুরের দত্তেরগাঁও এলাকায় বাড়ি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। ’৯৬ সালের আগ পর্যন্ত কোনো সরকারই মোসলেহ উদ্দিনের বিরুদ্ধে তদন্তের উদ্যোগ নেয়নি। এমনকি বিএনপি সরকারের সময় তার বাড়িতে সার্বক্ষণিক পুলিশি নিরাপত্তা থাকতো। ’৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার তদন্ত শুরু হলে তার বাড়িসহ বেশকিছু সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয়। একপর্যায়ে খুনি রিসালদার মোসলেহ উদ্দিন পালিয়ে যান। তার পরিবারের সদস্যরাও দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। অনেকেই নিরাপদ স্থানে গা ঢাকা দেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামিদের কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কয়েক বছর পর তাদের জন্য পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূলে আসে। এ সুযোগে মোসলেহ উদ্দিনের পরিবারের সদস্যরা ফের নরসিংদী এলাকায়

ফিরে আসেন। কিন্তু এবার মোসলেহ উদ্দিনের ৫ ছেলে ও এক মেয়ের সবাই কৌশলে পিতার নাম বদলে নিতে সক্ষম হন। জাতীয় পরিচয়পত্র থেকে শুরু করে সরকারি সব ধরনের কাগজপত্রে তাদের পিতার নাম হয়ে যায় রফিকুল ইসলাম খান।

নতুন পরিচয়ে তারা সমাজের মূল ধারায় মিশে যান খুব সহজে। চাকরি ও ব্যবসা- বাণিজ্য শুরু করেন নতুন করে। মোসলেহ উদ্দিনের বড় ছেলে সাজিদুল ইসলাম খান নরসিংদী শহরের টাউন হল মোড়ে হোটেল ব্যবসা করছেন। দ্বিতীয় পুত্র শফিকুল ইসলাম খান চাকরি নেন জেনারেল ফার্সাসিটিক্যালস কোম্পানিতে।

তৃতীয় ছেলে মাহমুদুল ইসলাম খান সিনিয়র আরএসম পদে চাকরি পান অ্যালকো ফার্মাসিটিক্যালসে। চতুর্থ পুত্র মজিদুল ইসলাম খান পরিবারিক সম্পত্তি দেখাশোনা করেন এবং পঞ্চম পুত্র মহিদুল ইসলাম খান নদী কনস্ট্রাকশন লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন উঁচু পদে। মোসলেম উদ্দিনের একমাত্র মেয়ে সানাজ খানের বিয়ে হয় নরসিংদীতেই। তার স্বামী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া এখন দক্ষিণ কারারচর মৌলভী তোফাজ্জল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক।

জাতির পিতার খুনিদের মধ্যে ছয়জন দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। খন্দকার আবদুর রশিদ, এ এম রাশেদ চৌধুরী, শরিফুল হক ডালিম, এসএইচএমবি নূর চৌধুরী, আবদুল মাজেদ ও রিসালদার মোসলেমউদ্দিন খান। ২০০৯ সালে পলাতক এই ছয়জনের বিষয়ে ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করে।

সূত্র-পূর্বপশ্চিমবিডি

ত্রাণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে রিপোর্ট দেবেন সচিবেরা

: প্রধানমন্ত্রী

ত্রাণ কার্যক্রম ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়গুলো ঠিকমতো হচ্ছে কি না, এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেবেন সচিবেরা। এ জন্য প্রতি জেলায় একেকজন সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ সোমবার সকালে গণভবন থেকে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আট জেলার কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘একেক জেলায় একেকজন সচিবকে দায়িত্ব দিয়েছি যে এই ত্রাণ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার কাজগুলো যথাযথভাবে হচ্ছে কি না, তা খোঁজখবর নেবেন এবং সেই রিপোর্ট আমাকে দেবেন। সাথে সাথে আমাদের যারা দলীয় লোকজন আছেন, তাঁদের নির্দেশনা দেওয়া আছে দলের পক্ষ থেকে। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কমিটি করে দেবে। সেখানে যাঁদের ত্রাণ পাওয়ার কথা, তাঁরা যেন পান। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজটি করবে।’

প্রধানমন্ত্রী এ সময় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন কাজ তুলে ধরে তাঁদের প্রশংসাও করেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘দুর্যোগ এলে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। সাহসের সাথে সেটা মোকাবিলা করতে হবে। তিনি ১৯৭১ সালের কথা তুলে ধরে বলেন, মনে সাহস নিয়ে করোনাভাইরাসকে মোকাবিলা করতে হবে এবং বাঙালিকে বিজয়ী হতে হবে। তিনি বলেন, ‘দুর্যোগ আসে, দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। তা মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে। শুধু জনগনের সহযোগিতা চাই এই জন্য, এই রোগের প্রাদুর্ভাব যেন ছড়িয়ে না পড়ে। সেদিকে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা মেনে চলবেন।’

ধান কাটার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা ধান কাটতে যাবে, তাদের যাতায়ত ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তিনি বলেন, ‘খাদ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আজকে এই ভাইরাসের জন্য বিশ্বব্যাপী মন্দা সৃষ্টি হবে। আগামীতে হয়তো বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে যদি আমরা খাদ্য উৎপাদন করে খাদ্য মজুত রাখতে পারি, তাহলে আমরা সেই দুর্ভিক্ষে পড়ব না, বরং অনেককে সাহায্য করতে পারব। সেই

ব্যবস্থা এখন থেকে নিতে হবে।’ কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে ৯৫ হাজার ৬১৯ কোটি টাকার প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। আগামী তিন বছর অর্থনীতির চাকা যাতে সচল থাকে, সেটা মাথায় রেখে এই প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, এবার ২১ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য সংগ্রহ করা হবে।

পণ্য সরবরাহে যাতে বাধার সৃষ্টি না হয়, এ ব্যাপারে সতর্ক করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের জীবন যেন স্থবির না হয়, না সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোজার সময়ে মানুষের যেন কষ্ট না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখার কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘অনেক আগেই বলেছিলাম এপ্রিল মাসটা আমাদের জন্য কষ্টের হবে, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ছড়াতে পারে। এ মাসে সবাইকে সাবধানে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল। ঠিক তাই হয়েছে। এ মাসে বৃদ্ধি পেয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘সারা বিশ্বে যখন হাজার লোক মারা যাচ্ছে, সেখানে আজকে এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ, এখন পর্যন্ত আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি। আমাদের জনগণ যদি আরেকটু সচেতন থাকে, আরেকটু নিজেকে সুরক্ষিত রাখে, তাহলে এটা সকলের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ এলে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। সাহসের সাথে সেটা মোকাবিলা করতে হবে। তিনি ১৯৭১ সালের কথা তুলে ধরে বলেন, মনে সাহস নিয়ে করোনাভাইরাসকে মোকাবিলা করতে হবে এবং বাঙালিকে বিজয়ী হতে হবে। তিনি আরও বলেন, ‘দুর্যোগ আসে, দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। তা মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে। শুধু জনগনের সহযোগিতা চাই এই জন্য এই রোগের প্রাদুর্ভাব যেন ছড়িয়ে না পড়ে। সেদিকে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা মেনে চলবেন।’ সূত্র-প্রথম আলো

বঙ্গবন্ধুর আরেক খুনি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আবদুল মাজেদ ২৩ বছর ধরে কলকাতায় আত্মগোপনে ছিলেন।

প্রসঙ্গত বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় ১২ আসামিকে ২০০৯ সালে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, বজলুল হুদা, এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ ও মুহিউদ্দিন আহমেদের ফাঁসি ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি কার্যকর হয়।

রায় কার্যকরের আগে ২০০২ সালে পলাতক অবস্থায় জিম্বাবুয়েতে মারা যান আসামি আজিজ পাশা।

আবদুল মাজেদ গ্রেফতার হওয়ার পর এখন পলাতক আছেন পাঁচজন। তারা হলেন- খন্দকার আবদুর রশীদ, শরিফুল হক ডালিম, এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী, এ এম রাশেদ চৌধুরী ও মোসলেম উদ্দিন। সূত্র-যুগান্তর

ফাঁসি কার্যকরের আগে মাজেদের জবানবন্দি, বঙ্গবন্ধুর খুনের নেপথ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত খুনি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদ ফাঁসি কার্যকর হওয়ার আগে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন। দীর্ঘ সময় ধরে গোয়েন্দাদের নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে এসেছে ঘটনার আদ্যোপান্তসহ অনেক অজানা তথ্য। যেখানে এমন অনেক বিষয় আছে, যা আগে কোনোদিন কারও জানা ছিল না। তার জিজ্ঞাসাবাদের পুরো বক্তব্য অডিও-ভিডিও আকারে ধারণ করা হয়েছে; যার ওপর ভিত্তি করে বিশেষ ডুকুমেন্টারি তৈরি করা হচ্ছে। তাকে গ্রেফতারের সঙ্গে প্রথম থেকে যুক্ত থাকা সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তা জবানবন্দি নিয়ে বই লেখার কাজেও হাত দিয়েছেন।

এছাড়া খুনি মাজেদের বক্তব্য যাচাই-বাছাই করতে আরও কিছু

গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলমান রয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রটি জানিয়েছে, পুরো প্রক্রিয়া শেষ হলে এটি জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে; যা হবে ইতিহাসের বড় একটি দলিল। ইতোমধ্যে সরকারের উচ্চপর্যায়কে সবিস্তারে জানানো হয়েছে।

সূত্র বলছে, জিজ্ঞাসাবাদে মাজেদ অভাবনীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পরিকল্পনা থেকে পরবর্তী সময়গুলোর ধারাবাহিক বর্ণনা দেন মাজেদ। এমনকি পলাতক জীবনে বাংলাদেশ থেকে কারা কীভাবে তাকে সহায়তা দেয়াসহ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেছেন, তাদের নাম-পরিচয়ও তিনি অকপটে স্বীকার করেন। তবে মাজেদের স্বীকারোক্তি ও জিজ্ঞাসাবাদ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত অতি গোপনীয় এবং স্পর্শকাতর হওয়ায় এখনই তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে না। অধিকতর যাচাই-বাছাইসহ আরও কিছু কাজ সম্পন্ন করার পর যথাসময়ে তা প্রকাশ করা হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জিজ্ঞাসাবাদ সংশ্লিষ্ট একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, ১৫ আগস্ট কিলিং মিশন বাস্তবায়নের বহু আগে থেকেই আবদুল মাজেদ ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। সেরনিয়াবাদের ছোট ছেলে নাসেরের সঙ্গে বাড়ির লনে নিয়মিত ব্যাডমিন্টন খেলতেন। এ কারণে খুনি চক্র মাজেদকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি রেকি করার বিশেষ দায়িত্ব দেয়। ব্যাডমিন্টন খেলার ছলে তিনি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যসহ বাড়ির লোকজনের ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখতেন।

জিজ্ঞাসাবাদ সূত্র জানায়, মাজেদ মূলত ভারতে আত্মগোপনে থাকলেও বছরের বড় একটা সময় থাকতেন ইউরোপ-আমেরিকায়। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইয়ো অঙ্গরাজ্যে ছেলের বাড়িতে তার দীর্ঘ সময় কাটে। আমেরিকায় বসবাসকারী মাজেদের ছেলের নাম রিফাত মোরশেদ চৌধুরী। তিনি সেখানকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণা করছেন। রিফাত চৌধুরী আমেরিকা যাওয়ার আগে বাংলাদেশ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে (ইইই) স্নাতক ডিগ্রি নেন। কিন্তু বুয়েটে পড়াকালীন কেউই তার পিতার পরিচয় জানতে পারেননি। জার্মানি, ফ্রান্স ও লিবিয়াতেও তিনি আত্মগোপনে ছিলেন দীর্ঘদিন।

সূত্র জানায়, মাজেদের চার মেয়ের মধ্যে একজন পেশায় চিকিৎসক। তিনি বর্তমানে ঢাকাতেই থাকেন। চাকরি করেন মিরপুরে একটি বেসরকারি সংস্থায়। তার স্বামীও ডাক্তার। কর্মরত আছেন মহাখালী ক্যান্সার

হাসপাতালে। মাজেদের ডাক্তার জামাইয়ের সঙ্গে বুধবার মুঠোফোনে যুগান্তর প্রতিবেদকের কথা হয়। এ সময় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘প্রেম করে বিয়ে করেছেন। তার স্ত্রীর বাবা যে বঙ্গবন্ধুর খুনি ছিলেন তা তিনি আগে জানতেন না। পরে যখন জেনেছেন, তখন শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন।’

সূত্র জানায়, মাজেদ শুধু বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নয়, কারাগারে চার নেতা হত্যার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। এ দুটি ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডে তিনি সঙ্গী হিসেবে পান আরেক পলাতক খুনি রিসালদার মোসলেহ উদ্দিনকে। বিদেশে আত্মগোপনে থাকার সময় রিসালদার মোসলেহ উদ্দিনের সঙ্গেও মাজেদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। মাজেদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মোসলেহ উদ্দিনের খোঁজে ব্যাপক অনুসন্ধান তৎপরতা চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা। ইতোমধ্যে মোসলেহ উদ্দিনের পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। রিসালদার মোসলেহ উদ্দিনের ছেলে সাজিদুল ইসলাম খান বর্তমানে নরসিংদীতে বসবাস করেন। তিনি যুগান্তরকে বলেন, বহু বছর ধরে পরিবারের সঙ্গে তার বাবার কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই। তিনি বেঁচে আছেন কিনা তাও তারা জানেন না।

মাজেদের সন্ধান ও পরবর্তী গ্রেফতার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে বিষয়টির সঙ্গে শুরু থেকে সংশ্লিষ্ট একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, গত বছরের জুন-জুলাইয়ের দিকে ইউরোপের একটি দেশে তার (মাজেদ) অবস্থান শনাক্ত করা হয়। এরপর আমেরিকায় ছেলের বাড়িতে মাজেদের অবস্থানের বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত হন গোয়েন্দারা। মূলত আমেরিকা থেকেই তার ওপর নিবিড় নজরদারি শুরু হয়। একপর্যায়ে ভারতের কলকাতায় তার অবস্থান শনাক্ত করা সম্ভব হয়। এরপরই তাকে গ্রেফতারের জন্য কঠোর গোপনীয়তায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক যোগাযোগ ও গোয়েন্দা তৎপরতা শুরু হয়। ভারতের গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ার পরই কলকাতায় হাজির হয় বাংলাদেশের একটি চৌকস গোয়েন্দা প্রতিনিধি দল। তারাই মাজেদকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

সূত্র বলছে, মাজেদের গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে বই লেখা শেষ হলেই পুরো বিষয়টি প্রকাশ করা হবে। তখন বঙ্গবন্ধু হত্যকাণ্ডের অনেক অজানা চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা যাবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ডদের। সূক্র-যুগান্তর